১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা ও অখন্ডতার দ্যোতক।

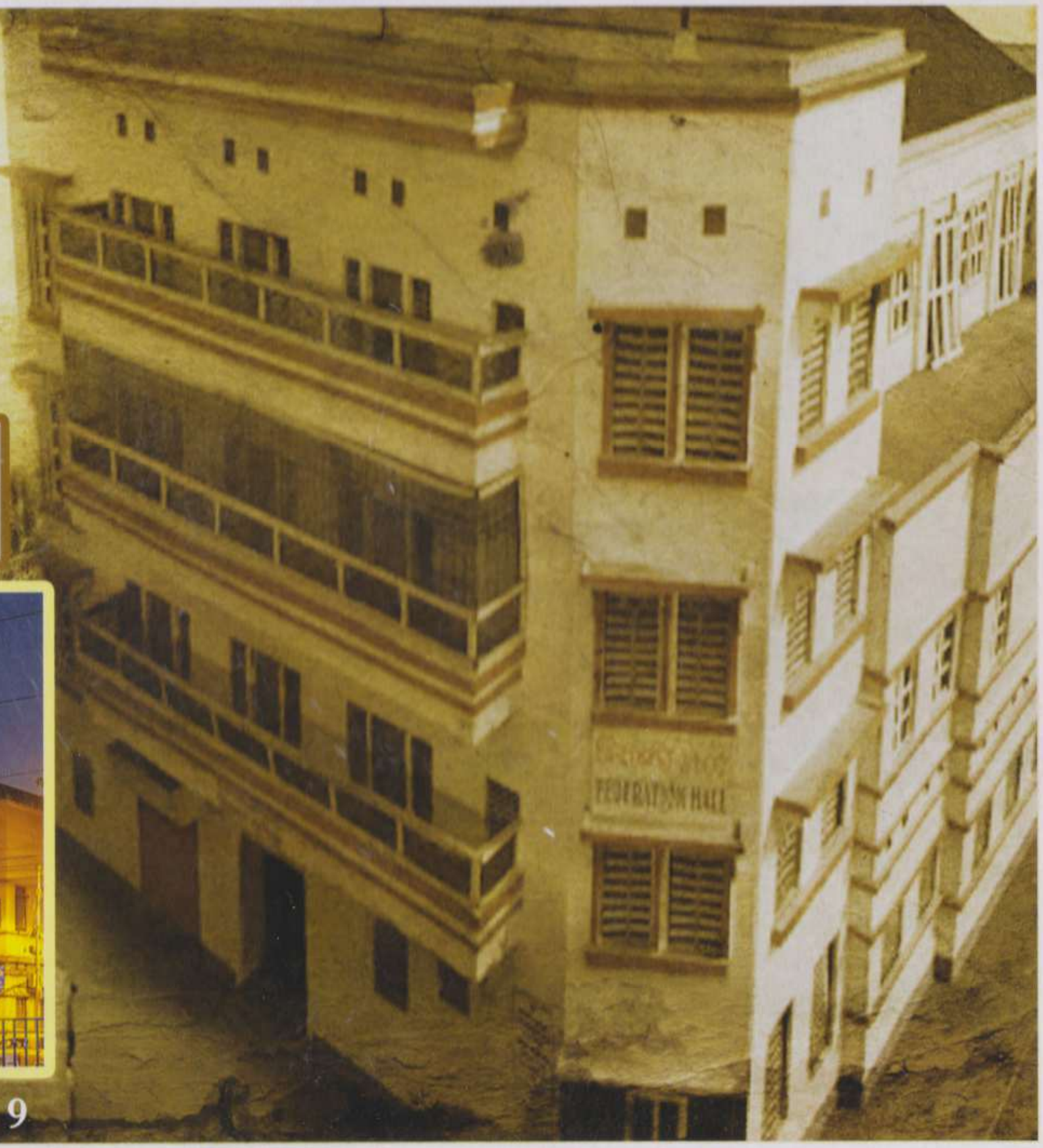

294/2/1, A. P. C. ROAD, KOLKATA - 9

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা ও অখন্ডতার দ্যোতক।

294/2/1, A. P. C. ROAD, KOLKATA - 9

১৬ ই অক্টোবর, ১৯০৫

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক্ পুণ্য হউক্
পুণ্য হউক্ হে ভগবান ,
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান ,
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক্
সত্য হউক্ হে ভগবান-
বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

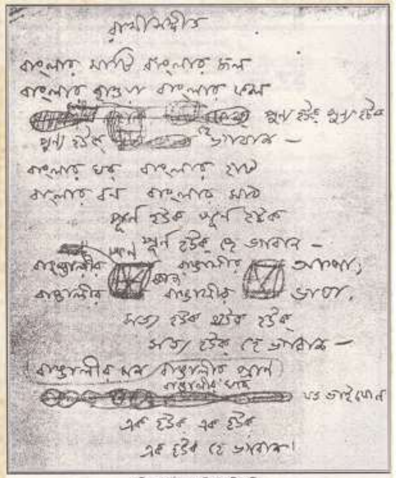

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রাখীসংগীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ - স্বদেশী আন্দোলন
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণ

ফেডারেশন হলের ইতিহাস

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন এর বাংলা দেশকে দ্বিখন্ডিত করবার সরকারি সিদ্ধান্ত জানা গেল ১৯০৫-এর জুলাই মাসে। এই সংবাদ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জাতি ক্রোধে ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। এই আন্দোলন কেবল বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল না, এর প্রভাব পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গ-বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৯০৫-এর ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মারফত ঘোষিত হল ইংরেজের বিরুদ্ধে সামগ্রিক 'বয়কট' যুদ্ধ। 'বয়কট' প্রচার প্রথমেই উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র ছাড়াও, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও মতিলাল ঘোষ। এই 'বয়কট' মন্ত্রে সাড়া দিয়ে বাংলার জেলায় জেলায়, শহরে ও মফস্সলে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। যে-কোনো বিদেশি জিনিস বর্জনের ডাক দিল এই সভা-সমিতি।

লর্ড কার্জন

কৃষ্ণকুমার মিত্র

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ - স্বদেশী আন্দোলন
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণ

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

ফেডারেশন হলের ইতিহাস

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট - সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে টাউন হলে রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে হলো ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভা। সকল বয়েসের মানুষজন এই সভায় আসে। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ার থেকে শোভাযাত্রায় যোগ দেয়, তাদের মধ্যে ছিল কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা। এই শোভাযাত্রা থেকেই প্রথম বন্দেমাতরম ধবনি দেওয়া শুরু হলো। ঐ দিন সভার প্রস্তাবে বলা হয়, ''বঙ্গ বিচ্ছেদ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার হবে না। বিলাতি পণ্য বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশী মাল ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কর্মচারীদের অফিস বর্জন, সরকারের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ প্রভৃতি কর্মসূচি নেওয়া হয়। ভারতীয়দের সব দোকান বন্ধ ছিল। ভারতীয়দের বসতি এলাকা পরিত্যক্ত জনপদের রূপ পায়। কেবল টাউন হলই ছিল প্রাণচাঞ্চল্য ও উৎসাহে উজ্জিবিত। বিশাল জনতার সমাবেশ সেখানে। সকলেই টাউন হলের ওপরে উঠতে চায়। ওপর নিচ সব মানুষে একাকার। তখন স্থির হল মোট তিনটি সভা হবে। টাউন হলের ওপরে ও নিচে দুটি এবং বেনটিক মূর্তির পাদদেশে একটি। সভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সীতানাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সভায় অবিসংবাদিত ভাবে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হল। বিদেশি পণ্য বর্জন, বিদেশি বিচারালয় বর্জন, বিদেশি স্কুল-কলেজ বর্জন এবং বিদেশি শাসন বর্জন। এই তিনটি বিক্ষোভ সভার সাফল্য জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়।

টাউন হল

রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

বঙ্গভঙ্গের সরকারী আদেশনামা

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

The Gazette of India.

PUBLISHED BY AUTHORITY.

No. 29 SIMLA, SATURDAY, JULY 22, 1905

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CONTENTS

	PAGES
Part I - Government of India Notifications, Appointments, Promotions, Leave of Absence, General Orders, Rules and Regulations.	521-538

PART I

Government of India Notifications, Appointments, Promotions, &c.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

PUBLIC

No. 2491

Simla the 19th July, 1905

Resolution

In December 1903 the Government of India in letters to several of the Local Governments, which were published in the Official Gazette, announced their desire to consider the redistribution of certain of the territories of the Eastern and North-Eastern Provinces of India,

বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তির অংশ

notably of Bengal and Assam. Their attention had been called to the matter by the constantly accumulating evidence of the excessive and intolerable burden imposed upon the Bengal Government by a charge too great for any one administration, and of the consequent deterioration in the standards of government, notably in portions of Eastern Bengal. Simultaneously the importance of rendering Assam a self-contained and independent administration with a service of its own, and or providing for its future commercial and industrial expansion, was impressed upon them. These considerations suggested a careful investigation of the circumstances, and sorroundings of both provinces, and resulted in the formulation of certain proposals for the readjustment of their territorial boundaries.

... Accordingly it was proposed to increase the transferred area by the district of Rajshahi, Dinajpur, Jalpaiguri, Malda, and the State of Cooch Behar. These additions were thought by the Government of India to be justified on the grounds that they would constitute a new province with a population of over 31 millions, while leaving Bengal with a little more than 54 millions; that they would provide a clearly defined western boundary corresponding with well-recognised characteristics, both geographical, ethonological, social and linguistic; that they would concentrate in a single province the typical Muhammadan population of Bengal, for whom Dacca would furnish a natural capital; that the whole of the tea industry (with the exception of the Darjeeling gardens), and the greater part the jute tracts, would thus be brought under a single Government, and that long established divisional areas would thereby remain undisturbed.

বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তির অংশ

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ - স্বদেশী আন্দোলন
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণ

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

বঙ্গ বিচ্ছেদ বাঙালিকে এমন তীব্র আঘাত করে, যা আগে কখনো পায় নি তারা। ঐক্যবদ্ধ বাংলার দাবিতে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুংকারে পরিণত হলো। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বাধীনতাযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মতারিখ হিসেবে স্বীকৃত।

কলকাতার সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা ফিরে গেল এই দাবি নিয়ে। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন অব্যাহত রাখবে, তেমনি স্বদেশিকে সমর্থন জানাতে একতিলও পিছনে ফিরবে না। দুটি আন্দোলনই তীব্র গতিতে এগিয়ে চলল পরিণতির দিকে। চারদিকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল, জেগে উঠল বাংলার প্রাণ, বাঙালির দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ। আনল দেশে নবজাগরণের সাড়া। সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাংলা ছোটো-বড়ো জ্ঞানীগুনী কত লোক যে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রমুখ দিকপালেরা। সকলেই এঁদের বাগ্মীতায় মুগ্ধ চমৎকৃত। .. সুরেন্দ্রনাথ 'Uncrowned king of Bengal' যখন শুনলেন, – Bengal Partitions Act is almost a settled fact,' তখন দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, 'I shall unsettle the settled fact' – এমনই আত্মবিশ্বাসে তখন এঁরা ভরপুর।

11. Prominent among the Calcutta agitators when the movement was first instituted were, Surendra Nath Bannerji, whose word is law to College students and school-boys, Babu Bhupendra Nath Basu, and the brothers A. and J. Chaudhuri, Barrister-at-Law. But the most ardent workers in spreading the agitation from Calcutta were the brothers of the Roy family of Bhagyakul, who in addition to being land-owners in Dacca have large trade interests, particularly in jute.

12. The main objections put forward by the agitators were—

(1) That the advanced districts of Eastern Bengal would deteriorate on being transferred to a backward Province.

(2) That the permanent jurisdiction of the High Court could not be guaranteed.

(3) That the severance of old associations and ties would be disastrous to the unity and happiness of thousands of families.
(This sentimental objection was pushed to absurdity by many orators in such words as "brother will be torn from brother, father from son, etc.",

(4) That the division of the Bengalis would be a death-blow to their progress as a nation.

বিক্ষোভের মূল কারন সম্পর্কে প্রশাসনিক প্রতিবেদনের অংশ

"The immediate effect of the *swadeshi* movement on the produce of the Bombay mills is an enormous increase in the demand and the consequent rise in prices.

"During the last six or eight weeks it is estimated that over 100,000 bales of cloth have been purchased from this Presidency by the Calcutta merchants. This is my estimate, but some of my friends think that probably the actual figure is much higher.

PUNJAB.

75. In the Punjab the Arya Samaj appears to have been busy over the *swadeshi* movement and Tahal Ram Ganga Ram, the preacher, who was mentioned in the report on Bengal, was reported preaching the *swadeshi* doctrine at Lahore in August and at Umballa in September.

Miss Sarala Debi Ghosal, of Calcutta, who was married in September to Ram Bhuj Dutt Chaudhuri, a pleader of Lahore, has also no doubt been working hard for the cause, though it is doubtful whether she exercises much influence even in Bengal.

77. *Lahore.*—On the 12th September, one Guran Dutt Mal delivered a lecture against European garments, and on the 1st October, a meeting of the Arya Samaj was held in the grounds of the Dayanand Anglo-Vedic College, when notices advocating a boycott of English goods were pasted up in the College compound.

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব বিষয়ে সরকারি প্রতিবেদনের অংশ

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

১৯০৫- রাখিবন্ধন, ফেডারেশন হল - মিলন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২২ সেপ্টেম্বর টাউন হলের সভায় প্রস্তাব উঠেছিল, একটা মিলনকেন্দ্র নির্মাণের। দ্বিখণ্ডিত দুই বাংলার অবিচ্ছেদ্য মিলনের প্রতীক হবে এই সৌধ, নাম হবে 'ফেডারেশন হল'।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হবে এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রস্তাব এল রাখিবন্ধনের। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পূর্ণ মিলনে হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত। এ-বন্ধনে বাঁধা পড়বে পূর্ব ও পশ্চিম, বাঁধা পড়বে ধনী-দরিদ্র, বাঁধা পড়বে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিশ্চান সবাই, যারাই জন্ম নিয়েছে এদেশের মাটিতে। রবীন্দ্রনাথের এ-প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন পেল।

এর জন্য জমিও পাওয়া গেল ২৯৪ নং আপার সার্কুলার রোডে। ১৬ অক্টোবরই বিকেল ৪টায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। রাখিবন্ধনের উৎসব পালিত হল ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) এবং 'ফেডারেশন হল' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল একই দিনে। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন এক প্রেরণা স্বরূপ। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী নাম হল ''মিলন মন্দির'' - সকল দেশবাসীর মিলনকেন্দ্র হিসাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগিনী নিবেদিতা

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

১৬ অক্টোবর ১৯০৫-এর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) রাখিবন্ধন

ফেডারেশন হল - মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

১৬ অক্টোবর - প্রভাত হল। কলকাতার রাস্তায় অগণিত মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। দলে দলে মানুষ এগিয়ে চলেছে গঙ্গার দিকে। মাঝে মাঝে পথচারীদের হাতে বেঁধে দিচ্ছে রাখি। কোথাও কোথাও রয়েছে সংকীর্তনের দল। তাদের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। স্নানের ঘাট জনতাপূর্ণ। সকলের হাতেই রাখি। বিকাল তিনটায় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। সমবেত মানুষ উপচে পড়ছে। সামনের রাস্তাও ভরে উঠল মানুষে। সেখানে তখন ৫০ হাজারের মত সুশৃঙ্খল জনতা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আনন্দমোহন বসুকে নিয়ে আসা হল একটি চেয়ারে। তিনি গুরুতর অসুস্থ। তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ। অসাধারণ ভাষণ দেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করেন শিখ পুরোহিত বাবা কাউর সিং। স্যার আশুতোষ চৌধুরী ঘোষণাবলি পাঠ করেন ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘোষণাবলির বাংলা অনুবাদ করলেন।

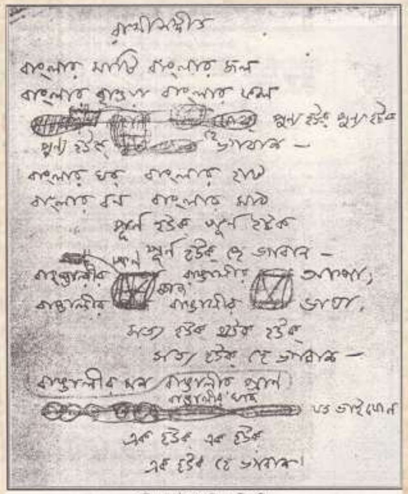

আনন্দমোহন বসু

স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

১৬ অক্টোবর ১৯০৫-এর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) রাখিবন্ধন
ফেডারেশন হল - মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

"যেহেতু সমগ্র জাতির প্রতিবাদ সত্বেও গভর্নমেন্ট বাংলা দেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছেন, সেইহেতু আমরা এতদ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি ও ঘোষণা করছি যে জাতি হিসাবে আমরা আমাদের প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করার কুফলকে সাধ্যমত সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করব এবং আমাদের জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।"

SPEECH OF ANANDA MOHAN BOSE .

My beloved friends, Mahomedan and Hindu, Fellow citizens of one and indivisible Bengal.

A Rishi of old blessed the gods that he had lived to see the day when the divine sage of Kapilavastu was ushered into the world. I am not a Rishi, nor worthy to touch the feet of one, but yet I bless our Father in Heaven, who is the Common Father and Judge of the Englishman and the Indian alike, that I have lived to see this day which marks, I think I may say, the birth of a Nation. I come amongst you as one almost risen from the dead to see this moment of a national upheaval and of national awakening.

ভারতমাতা - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

১৯০৫- রাখিবন্ধন ফেডারেশন হল - মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান শেষে বিশাল জনতা খালি পায়ে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বোসের বাড়িতে সমবেত হয়েছিল। আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, দেশীয় শিল্পে সহযোগিতার জন্য জাতীয় অর্থভাণ্ডার গঠিত হবে। সেই উদ্দেশ্যে এ স্থানে খালি পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী, জে. চৌধুরী, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সেখানে তখন বিশাল জনতা। এখানে সংগৃহীত হয়েছিল ৭০ হাজার টাকা। এর বেশির ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের দান। রাজা মহারাজারাও সামান্য কিছু দিয়েছিলেন। এই দান ছিল স্বতঃস্ফুর্ত। কোন প্রচার করতে হয়নি। তাঁত ও গৃহশিল্প উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় হবে, স্থির হয়েছিল। একটি তাঁত শিল্প বিদ্যালয়ে কিছু টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি পরে বন্ধ হয়ে যায়। উদ্বৃত্ত টাকা ট্রাস্টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। এই টাকার সুদ থেকে লেডি কারমাইকেল স্মৃতি হোম ইন্ডাস্ট্রি আসোসিয়েশন এবং ভারতীয় নারীদের একটি শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।

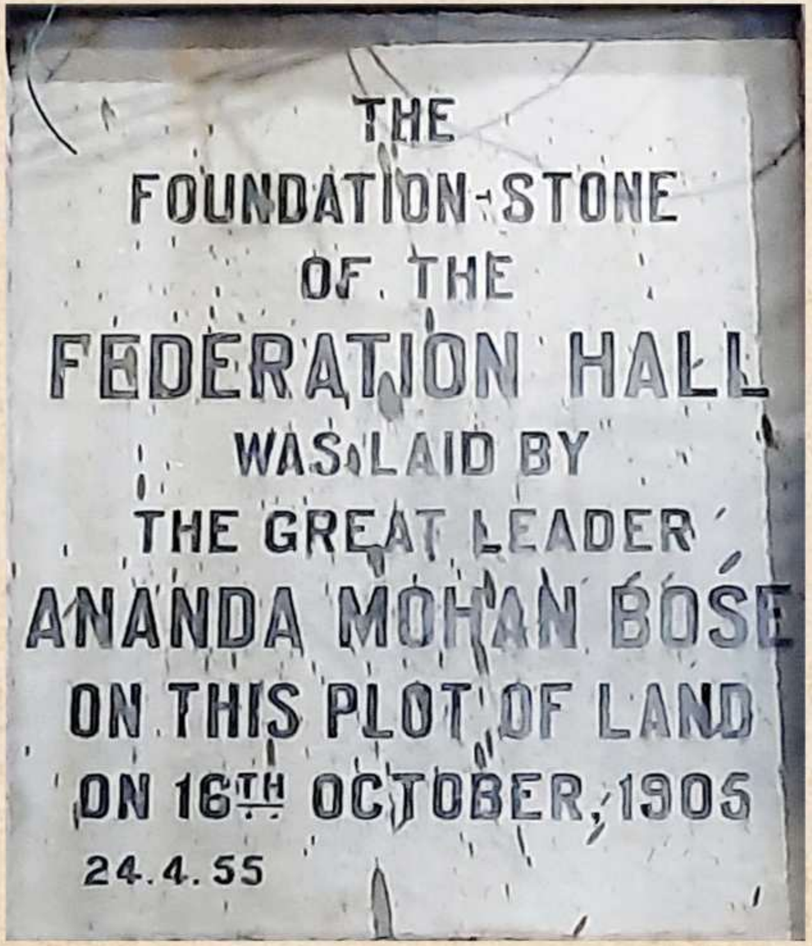

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

ফেডারেশন হল নির্মানের তহবিল সংগ্রহের
সরকারী প্রতিবেদন ১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

List of funds in Calcutta for "swadeshi," anti-partition and other purposes.

Date when raised.	Name of fund.	Purposes for which ostensibly collected.	Managing Committee.	Honorary Treasurers and Secretaries.	Amount believed to have been collected.	Note as to whether any overt action has been taken to utilise the funds collected for the objects put forward.
1	2	3	4	5	6	7
16th October 1905	(1) National Fund	For building a hall, called "Federation Hall," in commemoration of the day of partition of Bengal and for the promotion and development of "swadeshi" industries and industrial education.	Trustees— (1) Maharaja Surjakanta of Mymensingh. (2) Maharaja Monindra Nandy of Cossimbazar. (3) Abdul Sovan Chaudhury, zamindar of Bogra. (4) Kumar Satish Chandra Sinha, of Paikpara. (5) Gaganendra Nath Tagore, Tagore family of Jorasanko. Sub-Committee— (1) Maharaja Surjakanta of Mymensingh. (2) Maharaja Manindra Nandy of Cossimbazar. (3) Mr. J. Chaudhury, Barrister, Calcutta. (4) Mr. A. Chaudhury, Barrister, Calcutta. (5) Mr. T. Palit, Barrister, Calcutta. (6) Mr. R. N. Mukherjee, of Martin & Co., Calcutta. (7) The Hon'ble Babu Nalin Behary Sarkar, of Calcutta. (8) Parbati Sankar Chaudhury, of Calcutta. (9) Harendra Nath Sen, of Calcutta. (10) Kali Sunkur Sukul, of Calcutta. (11) Hira Lal Bagla, of Calcutta. (12) Prohlad Chandra Pal, of Calcutta. (13) Kristo Chandra Dowan, of Calcutta. (14) Prevas Chandra Mitra, of Calcutta.	Treasurers— (1) Pasupati Nath Bose, No. 68, Bagh Bazar Street. (2) Monmotho Nath Mittra, No. 35, Shampookur Street. Secretary.— The Hon'ble Babu Nalin Behary Sarkar. Honorary Assistant Secretaries— (1) Babu Pruvas Chandra Mitra. (2) Babu Nibaran Chandra Dutta. (3) Babu Jogendra Kumar Bose.	Rupees 30,000 actually collected and Rs. 40,000 said to have been promised but not realized yet.	Absolutely nothing.

For building a hall called "Federation Hall." in commemoration of the day of partition of Bengal and for the promotion and development of swadeshi" industries and industrial education.

Rupees 30,000 actually collected and Rs. 40,000 said to have been promised.....

স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী কার্যক্রমসমূহ পরিচালনার জন্য কলকাতায় গড়ে ওঠা তহবিলগুলির তালিকার অংশ

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

সরকারি প্রতিবেদনে স্বদেশী আন্দোলন

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

MADRAS PRESIDENCY.

The Indian Arts Encouraging Society held a meeting in Madras on the 10th September. This Society, however, is a genuine *swadeshi* institution started in 1902.

In September, too, two thousand printed circulars were issued calling on students to attend a meeting on the Beach. Mr. G. Subramania Aiyar presided. About 3,000 students assembled at the meeting and passed resolutions of sympathy for the Bengalis and congratulations to young Bengal.

Subramania Aiyar, in his speech, claimed that the *swadeshi* movement had been in existence in India for twenty years.

In October, the Christian missionaries began to appear in support of *swadeshi*, and a meeting was held under the auspices of the Chintadripet Christian Association, at which regret was expressed that the movement had arisen out of political agitation.

At the first meeting held in September, it was proposed to invite Tilak and Surendra Nath Bannerji to visit Madras and help the people to carry on the movement. There is no report of either of them having actually visited Madras, but the following report of a meeting held in that city early in December suggests that the Madrasi agitators had received advice from Calcutta and were going to follow it:—

The sympathy of the Madras Mahajana Sabha with the people of Bengal.

Madras City, 2-12-05.—An open-air meeting was convened by the Madras Mahajana Sabha outside the Victoria Town Hall at 5-30 P.M. on the 1st instant. Among those present were the following gentlemen:—

Diwan Bahadur K. Krishnaswami Rao, C.I.E.
Rai Bahadur P. Ananda Charlu, C.I.E.
The Hon'ble P. S. Sivaswami Aiyar.
The Hon'ble L. A. Govindaraghava Aiyar.
Mr. G. Subramania Aiyar.
Dr. T. M. Nair.
Mr. V. Krishnaswami Aiyar, B.A., B.L.
Mr. Krishnan (Barrister-at-Law).
Mr. Kasthuriranga Aiyangar, Editor of the *Hindu*.

The students—about 1,000 in number—formed the maior portion of the audience.

স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে সরকারি প্রতিবেদনের অংশ

Bande Mataram.

"SIR,—You are the son of a Hindu, and are in the habit of worshipping gods and Brahmins. Our humble request is that you should not use sugar and salt, clarified with the blood and bones of cows and pigs, in worshipping gods and offering oblations to your forefathers. This is the injunction of the Shastras (religious books). We are sons of Hindus, and should not disregard Shastras.—(*Sd.*) AN INDIAN."

On the 31st October, a meeting of Brahmins was held at Dubrajpur, in this district, at which it was decided to refuse to assist at any religious ceremonies in houses where European salt and sugar were used.

বন্দে মাতরম সম্পর্কে সরকারি প্রতিবেদনের অংশ

In Rangpur, Rajshahi, Barisal, Dacca, Tippera, Faridpur and Mymensingh, the agitation and boycott gained fresh vigour among the students, but the idea of boycotting Government colleges and schools appears to have collapsed on the return to Calcutta of Babu Surendra Nath Bannerji, who was received at Sealdah station by a crowd of from 10,000 to 15,000 students hailing him as "The Uncrowned King of India."

Paragraphs 1186, 1160, 1174, 199, 1200, 1211 and 1287 of the Abstract.

Burdwan.—At a pro-*Swadeshi* meeting in the Kalna subdivision, in August, presided over by Pundit Taradhan Bhattacharji, a sum of Rs. 1,200 was subscribed and sent to Calcutta to help the movement.

Babu Uma Charan Banerjee, Principal of the Raj College, and a Muhammadan professional agitator, named Abdul Kasim, took the lead in Burdwan.

Babu Bepin Chandra Pal editor, *New India*, visited the town on the 23rd August and stirred up the agitation, and in September Babus Surendra Nath Banerjee, Kali Prasana Kavyabisharad and Mr. J. Chaudhuri, the well-known agitators of Calcutta, came up to deliver orations and keep the movement going, and Babus Bipin Chandra Pal and J. N. Roy visited Raniganj on the 29th September.

স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে সরকারি প্রতিবেদনের অংশ

"MATRIPUJA": BOOK, SONG OR PLAY.

PREFATORY NOTE.

File No. 812 of 1903.

Recent reports indicate that one of the most effective means of promoting seditious feelings lies in the representation of *jatras*, songs, and dramatic pieces. The reports also show that among the most popular and at the same time most objectionable of these compositions is one entitled "*Matripuja*," which, though its representation in different places presents various features, seems on the whole to be essentially the same. This pamphlet contains extracts from, or abstract translations of, the various versions which have been reported to have been played in different districts of the province. District Magistrates and Superintendents of Police should endeavour, whenever this piece (or any one dealing with the same subject) is produced, to procure a copy of the text and a list of the songs. (These, it appears, vary more frequently than the main text.) Generally speaking, there would seem to be a presumption that any performance bearing this title is of a seditious nature, and it will be for local officers to consider the expediency of proceeding against the performers under section 108, Criminal Procedure Code, as has already been done successfully in other instances.

30-12-08. H. LEMESURIER.

স্বদেশী আন্দোলনে - সরকার-বিরধি গান, বই, প্রচারের জন্য শাস্তিবিধান

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

১৯০৫-ফেডারেশন হলের শিলান্যাস সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিষয়ে সরকারি প্রতিবেদনের অংশ

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

Babu Surendra Nath Banerji
Sir Guru Das Banerji
Babu Hem Chandra Mullick
Mr. A. Chaudhuri
The Hon'ble Mr. J. Chaudhuri
The Raja of Mymensingh
Babu Nagendra Nath Tagore
Babu Robindra Nath Tagore
Babu Gogendra Nath Tagore
Mr. Lal Mohun Ghosh
Mr. Abdul H. Guznavi
M. Abdul Wahed (a pleader)
Dr. Paran Kristo Acharji
Dr. Hari Dhone Dutt

The Federation Hall ceremony.

(c) The laying of the foundation-stone at 3 P.M., at No. 298, Upper Circular Road, was attended by several thousands of Hindus. It passed off quite quietly. Mr. A. M. Bose laid the stone. The following among others were noticed:—

Babu Surendra Nath Banerji.
Sir Guru Das Banerji.
Babu Hem Chandra Mullick.
Mr. A. Chaudhuri.
The Hon'ble Mr. J. Chaudhuri.
The Raja of Mymensingh.
Babu Nagendra Nath Mullick.
,, Robindra Nath Tagore.
,, Gogendra Nath Tagore.
Mr. Lal Mohun Ghose.
,, Abdul H. Guznavi.
M. Abdul Wahed (a pleader).
Dr. Paran Kristo Acharji.
,, Hari Dhone Dutt.

The speeches will be fully reported in the daily papers, which were all represented by reporters. It may be here noted that it is perhaps doubtful whether the proposed building will ever be erected on this site, as Dr. R. G. Kar, of the Calcutta College of Surgeons and Physicians, has not yet, it is understood, been paid off his share in the value of the land.

The following proclamation was read at the meeting:—

"PROCLAMATION.

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali Nation, we hereby pledge and proclaim that we, as a people, shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us."

ফেডারেশন হলের শিলান্যাস সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিষয়ে সরকারি প্রতিবেদনের অংশ

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

‘বন্দেমাতরম’ স্বদেশী আন্দোলন

ফেডারেশন হল - মিলন-মন্দির

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুংকারে পরিণত হলো জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করতে তৈরি করা হয় ‘বন্দেমাতরম সম্প্রদায়’। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ গানটির বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ - ‘‘সমগ্র স্বদেশী আন্দোলন বলতে গেলে ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রেরই অভিব্যক্তি।’’ দান্তে রচিত ইতালির একতাসূচক বিখ্যাত গানটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ গানটির তুলনা করে তিনি বলেছেন ‘বন্দেমাতরম’ কেবলমাত্র জাতীয় সঙ্গীত নয়, ইহা ভারতের জাতীয় সম্পদ এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবার এর চেয়ে সার্থক মন্ত্র আর নেই।’’

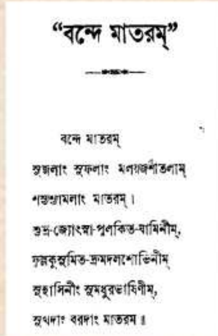

“বন্দে মাতরম্”

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

ভগিনী নিবেদিতা

‘‘ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহীয়সীনারী।’’ মিলন-মন্দির বা ফেডারেশন হলের পরিকল্পনার সমর্থকদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন অন্যতমা; এ কথা সুরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

Sister Nivedita's thoughts on Federation Hall Architecture & Paintings

Nivedita suggested that, like the walls of the Pantheon in Paris, the walls of the Federation Hall in Calcutta be also covered with civic and historical paintings of the type represented in "Sainte Genevieve Watching over Paris". As for the architecture of the Federation Hall, Nivedita suggested that it may follow the architecture of Cave Nineteen of Ajanta, which in her opinion was "one of the architectural triumphs of the world". Nivedita observed that the architectural richness of ancient India was such that India could be an example to the rest of the world and ruled out any "borrowing" from the West in respect of the architecture of the proposed Federation Hall. Why should India ever desert the noble voice of her past for the hybrid models of Western architecture? She threw up this all- important question, which demanded introspection.

Nivedita believed that historical tableaux presented through nationalist processions could function as a means of arousing a sense of nationality among Indians and in making Indian proud of it. It was with similar ends in view that she conceived the idea of a national emblem, a national flag, and a national medal in the name of Swami Vivekananda. She chose the vajra, thunderbolt, as the national emblem of India, for it signifies strength, selflessness, and sacrifice—the three timeless values that could best sustain India as a nation. Nivedita also prepared her own design of an Indian national flag with "Vande Mataram" inscribed on it. These efforts show how intensely she felt the need for arousing a sense of nationality among Indians. Her efforts in preparing a suitable design of the national medal named after Swami Vivekananda were also remarkable. She made several sketches of the medal and sought French expert Lalique's advice about the appropriate design. The medal was to remind people of the idea of the all-round awakening that Swamiji sought to instil in the minds and hearts of his countrymen.

Reference - Sister Nivedita : The Fighter Extraordinary for India, By Sukanya Ray, Anil Baran Ray, Publisher:Advaita Ashrama

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

১৯০৫ - স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে টাউন হলে সভা

ছাত্রদের আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার নিষিদ্ধ ঘোষনা

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

THE PARTITION OF BENGAL.

DEMONSTRATION IN CALCUTTA.

PROCESSION AND MASS MEETING.

THE much-advertised proceedings in connection with the agitation against the Government scheme for the partition of Bengal were held yesterday. The organisers began their work in the early morning. Business was to a great extent suspended. The shops in Chandney, Burra Bazar, and other quarters closed during the morning. So general and unanimous was the popular movement that in some sections of the town not so much as a bottle of lemonade could be obtained after noon. The active demonstration began at 2 P.M., by which hour College Square was crowded with students from the colleges in the neighbourhood. The Hon'ble Babu Ambica Charan Mazumdar, Babu Surendra Nath Banerji, and Mr. J. Roy were in charge of these arrangements, and the students of the Ripon, Duff, City, Sanskrit, Presidency, Bangabasi, Madrasah, and Bengal Veterinary Colleges, the General Assembly's Institution, the Metropolitan Institution, the Aryan Institution, the Campbell Medical School, and the Indian students of the Medical College and St. Xavier's College formed in an orderly procession and started on their journey to the Town Hall. Not less than twelve thousand students took part in the proceedings which were of the most orderly and well-conducted character. The procession arrived at the Town Hall about 2-45 and formed up round the building. By 3 P.M., two hours before the meeting was notified to begin, the upper and lower halls were crammed. At 3-15 Babu Surendra Nath Banerji arrived, and, seeing how matters stood, addressed a few words to the jammed multitude in the Hall. He said that with the huge crowds inside and out the idea of confining the speeches to one meeting was impossible and he asked those at the back of the Hall to go quietly downstairs and separate themselves into two overflow gatherings. The speeches, he said, would be divided. The request was complied with, but as the chairs were vacated they were instantly taken over by new-comers. By 3-45 the Hall was packed to an inconvenient degree, but beyond the inevitable scuffling for places the multitude was orderly if somewhat impatient. By 4 o'clock the expected speakers and the leaders of the community began to arrive and the enthusiasm of the crowd burst forth, cheer succeeding cheer as the Maharaja of Mymensingh, the Maharaja of Cossimbazar, the Raja of Nasipur, and the Raja of Nattore took their seats on the platform. The crowd increased every moment and long before 5 every available inch of room on the platform, in the aisles, and on the large landing outside was in possession of the people. Downstairs it was the same. The floor was packed, and the window spaces, staircase, and corridors swarmed with people vainly attempting to hear the far-off speakers. The crowd was far greater than at the partition meetings last cold weather, greater even than at the remarkable meeting of protest against the Convocation speech. It overflowed on to the Maidan, so that a third meeting had to be held in the vicinity of the Bentinck statue. The meetings themselves were orderly enough, but there was a continual buzz of movement in the corridors, due of course to the impossibility of hearing the speakers on the outskirts of the multitude. A careful observer would have remarked that a large majority of the immense audience upstairs were mature men, and that on the lower floor also there was a more noticeable proportion of such men than is customary at Town Hall demonstrations. The interior of the Hall was not draped or decorated—and thereby hangs a tale. The student community was, of course, greatly in evidence, but it was mainly on the edge of the crowd and outside on the Maidan, where a huge number of the processionists assembled, to be reinforced after five o'clock by hundreds of men from the city offices. There was no mistaking the interest of the audience. It was palpable that for the most part they were present because they had been stirred by the purpose of the meeting. The official apologist would have found it difficult, in face of this eager and enthusiastic and indignant multitude, to speak or think of simulated opposition or artificial agitation. Among those present were over five hundred delegates from the various districts in Bengal. The meeting lasted an hour and a half and all the resolutions were carried unanimously.

The Hon'ble Mr. Bhupendra Nath Basu, before the meeting opened, read a number of telegrams received from the Bengali community of Burma, the Maharaja of Dinajpur, the Raja of Kakina and various districts of Bengal, all of which expressed sympathy with the objects of the meeting.

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কিত প্রশাসনিক নথির অংশ

THE CARLYLE CIRCULAR

[Confidential]

No. 1679P. – D.

FROM R. W. CARLYLE, Esq., C.I.E., I.C.S.,
Offg. Chief Secretary to the Govt. of Bengal

TO THE MAGISTRATE AND COLLECTOR OF

Dated Darjeeling, the 10th October, 1905

POLITICAL

Sir,

The use which has recently been made of school boys and students for political purposes is absolutely subversive of discipline, and in the highest degree injurious to the interests of the boys themselves. It is impossible to tolerate this in connection with institutions which Government either assists or countenances.

2. I am therefore to request that, if any attempt in made by boys attending any school or college in your district to take any public action in connection with political questions or in connection with boycotting, picketing and other abuses associated with the so-called "Swadeshi" movement, you will at once take cognizance of that action. You will inform the heads of schools or colleges concerned, that, unless they prevent such action being taken by the boys attending their institution, their grant-in-aid and the privilege of competing for scholarships and of receiving scholarship-holders will be withdrawn, and the University will be asked to disaffiliate their institutions. Of course if they are loyally desirous to prevent this, but are unable to do so, they will not be punished. In that case, they must immediately report the matter, giving a list of boys who have set at naught their authority. You will then be in a position to see that necessary disciplinary action is taken, or punishment awarded, by the educational authorities.

3. You ought also to inform the heads and teachers of institutions, and those connected with the management, that it may be necessary for you to call on them for assistance in keeping the peace by enrolling them as special constables; and you should not hesitate to enrol them should there be any reasonable apprehension of disturbance on the part of school boys or students. It is very important, in the event of any disturbance, to have the services of those, whom the boys are bound to respect, and who will be able to recognize and identify the boys who may offend. This should be explained to those in authority in the institution.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
R. W. CARLYLE,
Offg. Chief Secretary to the Govt. of Bengal.

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে ছাত্রদের যুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রকাশিত কার্লাইল সার্কুলার

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৯০৫

১৬ অক্টোবর ১৯০৫-এর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) রাখিবন্ধন

ফেডারেশন হল - মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

১৯০৫ এর ৯ অক্টোবর বাগবাজারে পশুপতি বসুর অট্টালিকায় এক বিরাট সভায় কবিগুরু তাঁর ভাষণে বলেন, ''হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মেলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো, ... যে চাষী চাষ করিয়া এক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো-

বাংলার মাটি, বাংলার জল।
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক।
পুণ্য হউক, হে ভগবান।।

১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাগবাজারে এই বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় জাতীয় ধনভান্ডার, এর জন্য মাত্র ১ ঘন্টায় ৭০ হাজার টাকা চাঁদা উঠে।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কবিগুরুর সঙ্গে রজনীকান্ত সেন, কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, চারণকবি মুকুন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের স্বদেশিগান, বিলাতিদ্রব্য বয়কট ও স্বদেশি চেতনা মিলিত হয়ে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করল। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল, লিয়াকত হোসেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা সুবোধ মল্লিক, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মহাত্মা গান্ধি তাঁর বিখ্যাত ''হিন্দ স্বরাজ'' প্রবন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লিখেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে মানুষের ইংরেজ সম্পর্কে ভয় ভেঙে গিয়েছিল। জেল, জরিমানা, হাঙ্গামাও লোকে উপেক্ষা করতে শিখল। বাংলায় যে আবেগ উদ্দীপনার সৃষ্টি হল তা উত্তরে পাঞ্জাব আর দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

১৬ অক্টোবর ১৯০৫-এর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) রাখিবন্ধন ফেডারেশন হল - মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৯০৫

মিলন মন্দির
ফেডারেশন হল সোসাইটি

SISTER NIVEDITA TO RAMANANDA CHATTERJEE — 16th October, 1905

With the compliments of Sister Nivedita.

To-day being the 30th Aswin, 16th October, 1905, Partition of the Bengali people is to be made by law.

This day then, designed to be the date of our division, is henceforth yearly to be set aside by us, for the deeper realisation of our national unity. Having been made by this threat of division, overwhelmingly conscious of the essential oneness of the whole Indian Nationa the heart of Bengal goes out to all parts of our common Motherland.

"Thus to you from us of Bengal, is sent today this thread of Rakhi-Bandhan, in token not merely of the union of Provinces and parts of Provinces but of bond that knits us all as children of one Motherland together.

Bande Mataram."

DR. J. C. BOSE TO MRS. OLE BULL — 16th Oct. 1905

Darling mother,

There is just time to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by law, but we all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand and face everything. This is our true union and from today there should be the beginning of new national life. We have turned back on relying on strangers. We for India and for ourselves. Dearest one, your heart is with us and let your prayers be also with us.

Trying to send off remaining chapters

Yours affectionate
Son

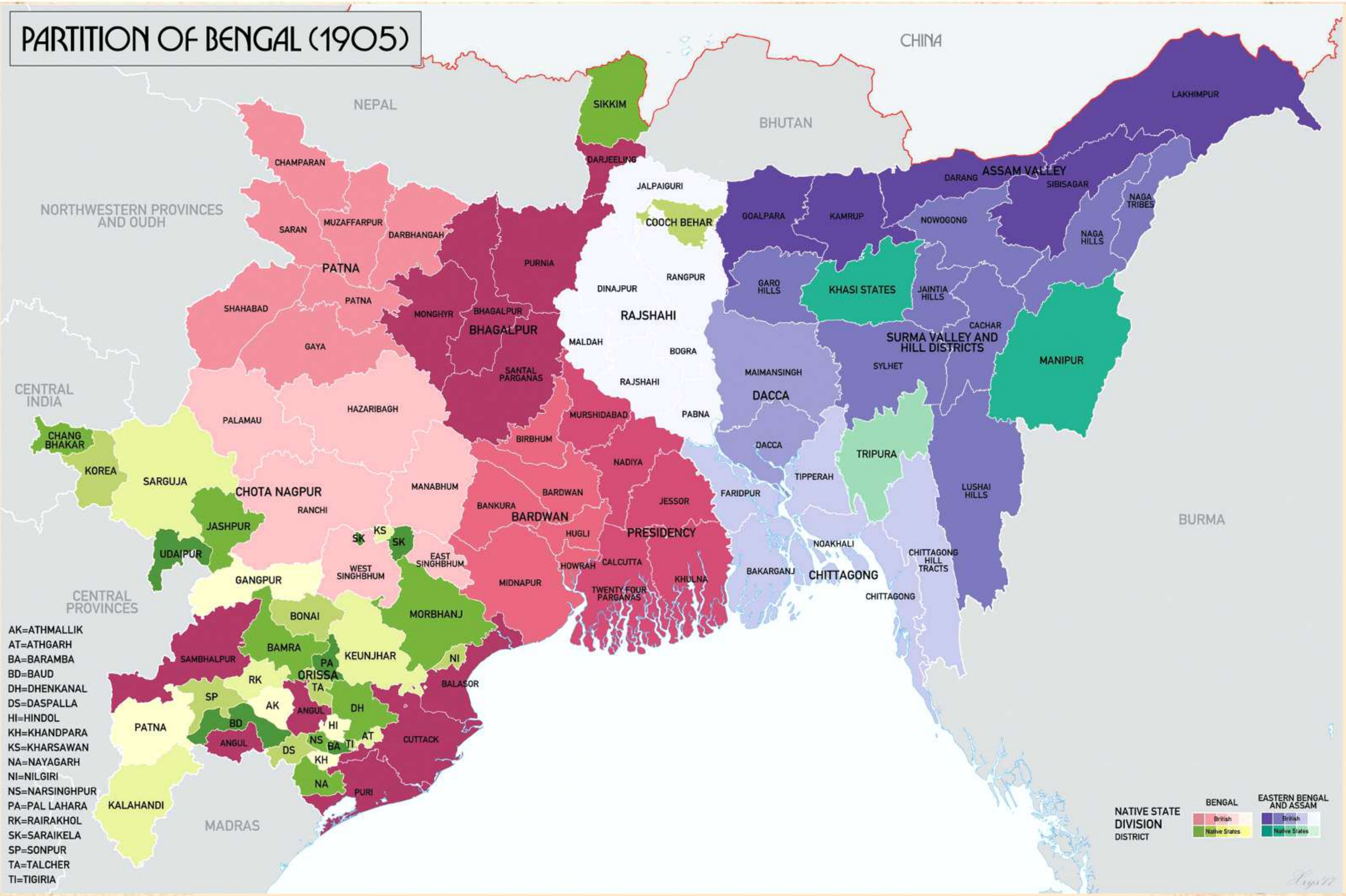

drstech.co.in

বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক

Unofficial flag of India was hoisted on August 7, 1906 in the Parsee Bagan Square (Green Park) in Calcutta (now Kolkata)

Links of Federation Hall Society in Portal India Culture, West Bengal Heritage Commission and YouTube

India Culture Portal Govt. of India	West Bengal Heritage Commission wbhc.in Poral	Federation Hall YouTube Video

drstech07@gmail.com (Ph. 9831248856)

DRS Tech

drstech.co.in